



112150 - কোন ব্যক্তি যদিনে ইসলাম গ্রহণ করেছে সদিনে অবশিষ্ট সময় রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ হতে বরিত থাকা কি আবশ্যিক?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: কোন কাফরে যদি রমজানের দিনে বলায় ইসলাম গ্রহণ করে তবে সে যাই দিনে ইসলাম গ্রহণ করেছে সেই দিনে বাকি অংশ মুফাত্তরিত (রোজা-ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ) থেকে বরিত থাকা কি তার উপর আবশ্যিক?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

“হ্যাঁ, ঐ দিনে বাকি অংশে মুফাত্তরিত (রোজা-ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ) থেকে বরিত থাকার জন্য আবশ্যিক। কারণ তিনি এখন যাদরে উপর রোজা পালন করা ওয়াজবি তাদরে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন। তাই দিনে বাকী সময় মুফাত্তরিত থেকে বরিত থাকা তার জন্য আবশ্যিক হবে। এই মাসয়ালাটি রোজা পালনে প্রতিনিধকতা দূরীভূত হওয়া সংক্রান্ত মাসয়ালার বিপরীত। প্রতিনিধকতা দূর হলেও দিনে বাকী অংশে মুফাত্তরিত (রোজা-ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ) থেকে বরিত থাকা আবশ্যিক নয়। যমেন: যদি কোন নারী দিনে বলায় হয়ে থেকে পবিত্র হয় তবে তার জন্য ঐ দিনে বাকি অংশ মুফাত্তরিত (রোজা-ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ) থেকে বরিত থাকা আবশ্যিক নয়। একইভাবে যদি কোন রোজা-ভঙ্গকারী রোগী দিনে মাঝখানে তার রোগ থেকে সুস্থ হয়ে যায় তবে তার জন্য দিনে বাকি অংশে মুফাত্তরিত (রোজা-ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ) থেকে বরিত থাকা আবশ্যিক নয়। কারণ সে মুসলমি হওয়া সত্ত্বেও সেই দিনে রোজা ভঙ্গ করা তার জন্য মুবাহ (বৈধ) ছিল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দিনে বলায় ইসলাম গ্রহণ করেছে দিনে বাকি অংশে মুফাত্তরিত থেকে বরিত থাকা তার জন্য আবশ্যিক; কিন্তু এ রোজাটি কাযা করা তার উপর আবশ্যিক নয়। বিপরীত দিকে হয়ে থেকে পবিত্র নারী ও অসুস্থতা থেকে সুস্থ হওয়া ব্যক্তির জন্য দিনে বাকি অংশে মুফাত্তরিত থেকে বরিত থাকা আবশ্যিক নয়; কিন্তু রোজাটি কাযাকরাতাদরে উপর আবশ্যিক।”সমাপ্ত

ফাদ্বলিতা তুশশাইখ ইবনে উইছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ